

পাপের ঘড়া ভরে গেছেঃ সুদীপ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। পাপের ঘড়া যে ভরে গেছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ ত্রিপুরেশ্বরী মা। রবিবার মাতাবাড়িতে পূজো দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রাক্তনমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। এদিন সকালে তিনি এবং আশিস কুমার সাহা-সহ কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা উদয়পুরে আসেন মাতাবাড়িতে পূজো দিয়ে দিতে। উদয়পুরের কংগ্রেস নেতা কম্বীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন দুই নেতাকে স্বাগত জানাতে। তাদের সাথে কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ড. অজয় কুমার এবং পিসিসি সভাপতি বীরজিং সিনহাকেও তারা স্বাগত জানান। পরে মাতাবাড়িতে সবাই মিলে পূজো দেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ এদিন কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাননি। তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন মন্দিরে দাঁড়িয়ে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করবেন না। তবে এতটুকু বলেছেন, পাপের ঘড়া

ভরে গেছে। আর সেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন খোদ মা। এই দুটি কথার মধ্য দিয়ে তিনি যা বোঝানোর তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাকে ইঙ্গিত করে তার এই মন্তব্য তা সবার কাছেই স্পষ্ট। মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা ক্ষোভ জানান তিনি। তার কথা অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজকে সবাই স্বাগত জানাবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে নষ্ট করে

উন্নয়ন কেউ-ই চান না। মাতাবাড়িতে অনেক পুরোনো ঐতিহ্যকে নষ্ট করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এতে করে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানা হয়েছে বলে

সবাই জানি। এটার উপর বুলভোজার চালিয়ে বিভিন্ন পুরোনো গাছ কেটে এটাকে নতুনভাবে করতে চাইছে। এটা সবার বিশ্বাসে আঘাত। আর মাতাবাড়ির যে ট্রাস্ট আছে আগে তার সবকিছুর মালিক ছিলেন মা। কিন্তু এখন মাকে সরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হয়েছেন। সরাসরি না হলেও সুদীপ রায় বর্মণ এদিন ঘুরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও যে আঘাত করেছেন তা কারোর কাছেই বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কংগ্রেসের অন্য নেতারাও কথা বলতে গিয়ে জানান, রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় তারা মন্দিরে এসেছেন। উল্লেখ্য, একদিন আগেই প্রবল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাকে রাজ্য কংগ্রেস বরণ করে নেয়।

৭০ বছরেও মেলেনি ভাতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও কপালে জোটেনি বৃদ্ধ ভাতা। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে বৃদ্ধ ভাতার বুক ভরা আশা নিয়ে জীবনযাপন করছেন সুধন দেবনাথ। চড়িলাম আর চি র্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম থাম পঞ্চায়েতের সুধন দেবনাথ চোখে দেখতে পান না ও কানে শুনতে পান না। বয়সের ভরে ন্যূজ হয়ে গেছেন তিনি। কোনও ধরনের কাজ করতে অসমর্থ। লাঠি ভর করে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করেন। জানা গেছে, সুধন দেবনাথের চার মেয়ে, এক ছেলে। চার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে রাজমিস্ত্রির কাজ

করেন। কাজ করতে পারলে খাবার জোটে। বৃদ্ধ বাবা-মাকে কি করে চারবার কাগজপত্র দিলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু অসহায় সুধনের প্রশ্ন আর কবে হবে? কষ্ট করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংসার চলেছে। যদি সামাজিক ভাতা ভাগ্যে জোটে তাহলে জীবনের শেষ দিনগুলো অন্ততপক্ষে দুমট্টো ভাতা খেয়ে বেঁচে যেতে পারবেন বলে আশ্বসের সুচর জানান তিনি। সরকারের কাছে কাতর আবেদন রেখেছেন তিনি যেন সরকার তার সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিতে। বৃদ্ধ সুধন জানান, তার স্ত্রীও ভাতা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তিনিও এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে আছেন। এক কথায় গোটা পরিবারটি অদৃশ্য কারণে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

চারবার কাগজপত্র দিলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু অসহায় সুধনের প্রশ্ন আর কবে হবে? কষ্ট করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংসার চলেছে। যদি সামাজিক ভাতা ভাগ্যে জোটে তাহলে জীবনের শেষ দিনগুলো অন্ততপক্ষে দুমট্টো ভাতা খেয়ে বেঁচে যেতে পারবেন বলে আশ্বসের সুচর জানান তিনি। সরকারের কাছে কাতর আবেদন রেখেছেন তিনি যেন সরকার তার সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিতে। বৃদ্ধ সুধন জানান, তার স্ত্রীও ভাতা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তিনিও এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে আছেন। এক কথায় গোটা পরিবারটি অদৃশ্য কারণে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

ডিজেলবাহী ট্যাক্সার দুর্ঘটনাগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজো যান সম্ভ্রাসজনিত দুর্ঘটনার ট্র্যাডিশন চলছেই। রবিবার বিকাল আনুমানিক ৪টার সময় উত্তর জেলার জাতীয় সড়কের চামটিলা সংলগ্ন রৌয়া অভয়াারণ্য এলাকায় একটি ডিজেলবাহী ট্যাক্সার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ছমড়ি খেয়ে পাল্টি খায়। জানা গেছে, এপ্রস ০১১সি/৪৭১১ নম্বরের ডিজেল ভর্তি ট্যাক্সারটি বিলোনিয়া যাওয়ার পথেই দ্রুতগতির কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে

পানিসাগর অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা ছুটে এসে ট্যাক্সার চালক ও সহ চালককে উদ্ধার করে তিলেখে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করে। আরও জানা গেছে, চালক জয়ন্ত সিং-এর বাড়ি অসমের শিলচরের জীবন থামে এবং সহ-চালক সইদুর আলির বাড়িও শিলচরের কালীনগরে। চালক জয়ন্ত

এবং সহচালক সইদুরের চিকিৎসা চলছে তিলেখে হাসপাতালে। খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। এদিকে পাল্টি খাওয়া ট্যাক্সার থেকে ডিজেল পড়তে থাকায় স্থানীয় নরনারীরা ডিজেল সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে ভিড় করে। পানিসাগর থানার পুলিশ এবং স্থানীয় মানুষ অনেক কসরত করে ট্যাক্সারের ফুটো দিয়ে ডিজেল পড়া বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে পরে দুটি জেসিবি দিয়ে পাল্টি খাওয়া ট্যাক্সারকে দাঁড় করাতে সক্ষম হলে ডিজেল পড়া বন্ধ হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

দেরিতে বাড়ি আসার কারণ জানতে চেয়ে আক্রান্ত মহিলা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণ জানতে চেয়ে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার স্ত্রী। অভিযোগ, মহিলার শ্বশুর-শাশুড়িও তাকে মারধর করেছেন। ঘটনা বিশালগড় থানার দূর্গানগর এলাকায়। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ দুই ছেলেকে নিয়ে বিশালগড় হাসপাতালে ছুটে আসেন নির্যাতিতা মহিলা। তিনি জানান, শনিবার

রাতে স্বামী দেরি করে বাড়ি এসেছিলেন। তাই তিনি স্বামীকে দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখনই স্বামী তাকে প্রচণ্ড ভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। শ্বশুর-শাশুড়ি ছুটে এসে নিজের ছেলেকে কিছু না বলে উল্টো পুত্রবধুকে গালমন্দ করেন। এমনকী তারাও নাকি পুত্রবধুকে মারধর করেন। তাই আঘাতপ্রাপ্ত ওই মহিলা এদিন সকালে হাসপাতালে ছুটে আসেন চিকিৎসার

জন্য। পরবর্তী সময় বিশালগড় মহিলা থানায় গিয়েও অভিযোগ জানান নির্যাতিতা। তিনি বলেন, তার স্বামী অনেকদিন ধরেই এই ধরনের আচরণ করছে। স্ত্রী হিসেবে তিনি কোন মর্যাদা কিংবা সম্মান পাচ্ছেন না। অথচ তাদের দুটি সন্তানও আছে। দুই ছেলের সামনেই তাদের মর্যাদাও নাকি পুত্রবধুকে নির্যাতিতা মহিলা সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি এখন বিচার চাইছেন।

ডাবল ইঞ্জিনে ভরসা বাঁশের সাঁকো

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ডাবল ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার নাগরিকদের দুর্দশার শেষ নেই। গ্রাম-পাহাড়ে পানীয় জল থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট নিয়ে হাজারো সমস্যা। কিন্তু সেই সব সমস্যা নিরসনে কারোর কোন নজর নেই বলে অভিযোগ। একই ধরনের অভিযোগ উঠে আসলো চড়িলাম ব্লক এলাকার নাগরিকদের মুখ থেকে। ওই ব্লকের ছেটড়িমাই পঞ্চায়েত এবং উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগস্থাপন করেছে একটি বাঁশের সাঁকো। রাজপানিয়া নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়েই দুই গ্রামের মানুষ প্রতিদিন চলাফেরা করছেন। এক কথায় ঝুঁকি নিয়ে তাদের নদীর উপর দিয়ে চলাচল করতে হয়। ছোট ছোট পন্থায়া এবং



প্রবীণ নাগরিকদের নদী পার হতে গেলে খুবই সমস্যা পড়তে হয়। সবচেয়ে সমস্যা হয় কৃষকদের। খালাভাড়া এলাকায় অনেক কৃষকের সেই দাবি অধারই থেকে গেছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নাগরিকরা আশা ছেড়ে

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল বাঁশের সাঁকোর জায়গায় ফুটব্রিজ নির্মাণ করে দেওয়া হোক। কিন্তু আগও বাঁশের সাঁকোর বদলে ফুটব্রিজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

দিয়েছেন যে, তাদের এলাকায় কোনদিন ব্রিজ নির্মিত হবে না। কারণ, নেতা কিংবা জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় আসা-যাওয়া করলেও বাঁশের সাঁকোর বদলে ফুটব্রিজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক চালক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কলমতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার দুপুরে পানিসাগর থানাধীন আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে রামনগর মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পাথর বোঝাই ট্রিপারের সাথে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক চালক ধুপুইয়া ডালং (২১) আহত হন। তিনি বাইক নিয়ে শনিছড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। পাথর বোঝাই গাড়িটি অপরদিক থেকে এসে বাইকে ধাক্কা দেয়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বাইক চালক। তার বাইকটি একেবারে ট্রিপারের চাকার নিচে চলে যায়। পরে ট্রিপার চালক সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই যুবককে আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় উগুখালি হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পানিসাগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকের কোন নথিপত্র নেই। পুলিশ সেই বাইক এবং ট্রিপার থানায় নিয়ে আসে। এখন ট্রিপার চালকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গেছে, আহত যুবকের বাড়ি কৈলাসহরের দেওগ্রামের ২নং ওয়ার্ডে।

৩ মাস ধরে নিখোঁজ স্বামী



এলাকায়। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম দীপেন আচার্য (৩৬)। পেশায় তিনি বাইক মেকানিক। তিন মাস পূর্বে আগরতলার উদ্দেশ্যে বাইকের সরঞ্জাম ক্রয় করবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। বাস্ক থেকে লোনও নিয়েছেন লোকানের সামগ্রী কেনার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি

আসেননি দীপেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন স্ত্রী সুপর্ণা আচার্য। তাদের এক ছেলেও আছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সমস্ত জায়গায় তিন মাস ধরে খোঁজাখুঁজি করছেন তার স্ত্রী। কোথাও দীপেনের হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে এক প্রকার অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রকে। এলাকার মানুষদের সাহায্যে জীবনযাপন করছেন তারা। তিন মাস পূর্বে বিশালগড় থানায় স্বামীর নিখোঁজের সংবাদটি জানিয়েছিলেন স্ত্রী সুপর্ণা আচার্য। কিন্তু কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি দীপেনের। দীপেনের পিতা দিলীপ আচার্যও কৌনরকমভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত সুপর্ণার পিতা শংকর আচার্য রবিবার খোয়ই থেকে এসে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে বিশালগড় থানায় দীপেনের বিষয়ে কথা বলেন। দীপেন কোথায় গিয়েছেন, কি হয়েছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন সুপর্ণার পরিবার। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ নিখোঁজ দীপেন'র সন্ধান দিতে কতটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিদ্যালয়ে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় হেজামারা ব্লকের বড়কাঁঠাল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি কক্ষ। অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যালয়ের জরুরি নথিপত্র পুড়ে গেছে বলে এক শিক্ষক জানান। এদিন সকালে বড়কাঁঠাল বাজারে লোকজন বিদ্যালয়ে আগুন দেখতে পান। রবিবার ভুটুর দিন হওয়ায় বিদ্যালয় ছিল বন্ধ। স্বাভাবিক কারণে এখন প্রশ্ন উঠছে জনমানবশূন্য বিদ্যালয়ে কিভাবে আগুন লাগলো? বাজারের লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে মোহনপুর দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে শুরু করেন। স্থানীয় লোকজনও এই কাজে তাদের সাহায্য করেন। খবর পেয়ে বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ছুটে আসেন। দমকল বাহিনীর কর্মীদের কথা অনুযায়ী বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। তবে আশ্চর্যজনক বিষয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের কক্ষ-সহ মোট তিনটি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর তাতে বেশকিছু জরুরি নথিপত্র আগুনে পুড়ে যায়। গোটা এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আগুন লাগানো হয়নি তো? এখন পুলিশ যদি ঘটনার সঠিকভাবে তদন্ত করে তবেই কারণ বেরিয়ে আসতে পারে।

থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বলরাম দেবনাথের খুনিদের ফাঁসিদাবিতে থানায় এসে বিক্ষোভ দেখালো এলাকার নাগরিকরা। মোলাঘর থানাধীন পোয়াংবাড়ি এলাকার বলরাম দেবনাথ নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন হৃৎশব্দবাড়িতে। ঘটনার পর চারজনের বিরুদ্ধে নিহত যুবকের বাবা থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এখনও পর্যন্ত তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বাকি অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোন খবর নেই। এরই মধ্যে রবিবার দুপুরে পোয়াংবাড়ি এলাকার মানুষ মোলাঘর থানার সামনে এসে জড়া হয়। তারা হাতে প্লাকার্ড নিয়ে বলরামের খুনিদের ফাঁসির শাস্তি দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যে তিন অভিযুক্ত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে তারা হল প্রসেনজিৎ নমঃ, রতন নমঃ এবং বাদল নমঃ। অভিযুক্ত টুটন সরকার এখনও গ্রেফতার হয়নি বলে খবর। থানার সামনে বিক্ষোভ চলাকালে এলাকাবাসীর তরফে ৫ জনের প্রতিনিধি দল



ওগির সাথে দেখা করেন। তারা পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন কোনভাবেই যেন অভিযুক্তরা পার পেয়ে না যায়। পুলিশ যেন সঠিকভাবে ঘটনার তদন্তক্রমে তাদের চূড়ান্ত শাস্তি পর্যন্ত নিয়ে যায়। এলাকার মহিলারা এদিন বেশি সংখ্যায় বিক্ষোভে शामिल হন। বলরামের মা-সহ পরিবারের অন্য সদস্যরাও তাদের সাথে ছিলেন। নিহত যুবকের মা থানার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলে হারানোর যন্ত্রণা চিৎকার করতে থাকেন। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে বিপনানিশিনী পূজায় ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছিল বলরামকে। যাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তারা একই গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, অভিযুক্তরা বলরামের কাছে ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছিল। সেই টাকা না দেওয়ার কারণেই খুন হতে হয় তরতাজা যুবককে। এলাকার মানুষ জানিয়ে দিয়েছেন খুনিদের যাতে একমাত্র ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়।

বাম-রামে একই হাল, অসহায় পরিবার

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজো সরকারি প্রকল্পগুলি দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়ার গাথা চ্যন-চোল পিটিয়ে জানান দিলেও কতজন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, বহু দরিদ্র পরিবার যে এখনো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না তার একের পর এক উদাহরণ উঠে আসছে। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাম আমলে সুযোগ-সুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত হয়ে রাম আমলে এই সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে আশা করেছিলেন সে আশা আর পূরণ হচ্ছে না। বারবার এলাকার কাউন্সিলার থেকে শুরু করে নোভারো কাছে আবেদন জানিয়েও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তারা বঞ্চিত। বিলোনিয়া পুর পরিষদের পাঁচ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা শংকর সরকার। এখনো কাপড় ও চট দিয়ে শৌচাগার ব্যবহার করে আসছেন তার পরিবার। হতদরিদ্র শংকর সরকার পেশায় শ্রমিক। স্ত্রী

ও কন্যাসন্তান নিয়ে তিন জনের সংসার। কন্যাসন্তান দিব্যাদ্ভজন। দিব্যাদ্ভ হওয়া সত্ত্বেও মেলেনি এখনো ভাতা। বারবার বিলোনিয়া শিশু উদ্যান সংলগ্ন সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দফতরে গিয়ে



মেয়ের ভাতার জন্য আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সমস্ত ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রইল হতদরিদ্র পরিবারটি। হতদরিদ্র শংকর সরকার বিনয় চিত্তে দাবি রেখেছেন অন্তত মাথা গোঁজার

দুষ্টচক্রের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁকড়াবন, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। দুষ্টচক্রের বাড়বাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। রাতের আঁধারে দুষ্টচক্রের বাড়বাড়ি চলল। শনিবার রাতে উদয়পুর মহকুমায়ীন কাঁকড়াবনস্থিত কিশোরগঞ্জ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংযোগ ছিন্ন করে দেয় কে বা কারা। দুষ্টচক্রের কর্মকাণ্ডে কিশোরগঞ্জ এলাকাবাসী শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকেন। গোটা এলাকাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। রবিবার সকালে এলাকাবাসী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে কাঁকড়াবন ইলেকট্রিক অফিসে খবর



দিলে কর্মীরা ছুটে গিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বেশ কিছুদিন পর পর এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। রাতের আঁধারে একটা শ্রেণীর দুষ্টচক্র এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর তরফে জানানো হয়। বহুবার গবাদি পশু সহ বাড়িঘরে চুরি সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশাসন যাতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তার জন্য এলাকাবাসীরা দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশের জালে কুখ্যাত নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। কমলপুর থানার পুলিশ গোপন সর্বাবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী-সহ এক কুখ্যাত



অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। অভিযুক্তের নাম তাপস মালাকার। তার বাড়ি কমলপুর থানাধীন চলোবাড়ি এলাকায়। রবিবার দুপুরে ওসি সমরেশ দাস এবং এসডিপিও সত্যসাহা দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী তাপস মালাকারের বাড়িতে হানা দেয়। তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়। এর আগেও তাপস মালাকারকে পুলিশ একই ধরনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে পুনরায় নেশার ব্যবসা চালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কমলপুরের এক মুহুরী তাপসের সাথে নেশা কারবারে যুক্ত আছে। তাই দাবি উঠছে সেই মুহুরীর বিরুদ্ধেও পুলিশ যেন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জানা ওজানা

তুখোড় শিকারি

বাজ

মতিঝিলের সিটি টাওয়ারের শীর্ষদেশে চূপচাপ বসে আছে পাখিটি। সেটা ওখানে বসেই মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকাসহ আশপাশের বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। চূপচাপ বসে আছে বটে পাখিটি, ঘাড়-মাথা বারবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছেযোগ্য উড়ন্ত শিকার নজরে পড়ে কি না! শিল্পিত ভঙ্গিতে মাঝেমাঝেই ঘাড়-মাথায ‘খোঁচ’ মারছে নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। মতিঝিলের আকাশে আয়েশি ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাচ্ছে ভুবন চিলেরা, যদি অলোয় নজরে পড়ে কোনো শিকার বা খাবার। শীতের গোখুলিবো দ্রুত সন্ধ্যার দিকে দৌড়াচ্ছে তো! ভুবন চিলেরা যেমন দেখতে পাচ্ছে সিটি টাওয়ারের পাখিটিকে, তেমনি এটাও দেখতে পাচ্ছে ওদের। ভুবন চিলেরা আকার ও ওজনে এটির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড় হলেও সমঝে চলে এটিকেই। কেননা, দুর্গাভ ভেদিত যেমন দিতে পারে এরা, তেমনি বুকভরা সাহস আর চোখভরা প্রশুণ রোষ নিয়ে তেড়ে যেতে পারে তিরের ফলার মতো। বাজ-ইগল বা কাকদেরও তোয়াক্কা করে না এরা। পাখিটির দৃষ্টি এখন স্থির ঢাকা স্টেডিয়ামের মাথার ঊর্ধ্বাংশেওখানে একরীক আবাবিল পাখি (House Swift) বৃত্তাকারে উড়ে-ঘুরে আনন্দ-খেলায় মেতেছে, মিষ্টি সুরে গানও গেয়ে চলেছে একটানা। এই পাখিটি টান টান হলো, টাগেটি করল শিকারতারপর আস্তে করে উড়াল দিয়ে সরলরেখায় স্টেডিয়ামের দিকে এমনভাবে উড়ে চলল যে, যেন সে আবাবিলের রীককে দেখতেই পাচ্ছে না। কিন্তু আবাবিলদের পিলে চমকে গেল দুর্ধর্ষ শিকারি পাখিটিকে আসতে দেখে, ভয়াত ডাকাডাকি করতে করতে বীকটি আরও ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে যখন, তখন শিকারি পাখিটি ‘কিরে! কিরে! যাস কই!’ ধরনের ধমক মারতে মারতে কৌশিকভাবে ওপরের দিকে তিরের ফলার মতো ছুটে গিয়েই দমছুট একটি পাখিকে ঘিরে শুনাই একটি বৃত্ত যেন তৈরি করে ফেলল। আর বৃত্তবন্দী আবাবিলটি যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়ে ওইটুকু অদৃশ্য বৃত্তের ভেতরেই ঘুরপাক খেতে থাকল, তখন শিকারি পাখিটি ‘টোঁট-তিরে’ শিকার বিদ্ধ করে বাঁ দিকে পাক খেয়ে চলে গেল মতিঝিল-কমলাপুর পার হলে আরও পূর্ব দিকে। স্টেডিয়ামের আকাশে তখনো বাতাসে সাঁতার কাটছে আবাবিলটির খসে পড়া কিছু



পালক। ঢাকার পূর্ব প্রান্তের মান্ডার একটি বিদ্যাং ঢাওয়ারের মাথার বাসায় যখন ফিরে এল তুখোড় শিকারি পাখিটি, তখন বাসার তিনটি ক্ষুধার্ত ছানা খিদের কন্না ভুড়ে দিল। পাখিটি অতটুকুন আবাবিলটাকে (ওজন মাত্র ২২ গ্রাম) পায়ের তলায় চেপে রেখে নিদ্রাভাবে ঠুকরে ঠুকরে পালক তুলে ফেলে টুকরো টুকরো মাংস কেটে টোঁটে এনে বাচ্চাদের খাওয়াতে শুরু করল। এ সময় জোড়ের অন্য পাখিটিও শিকার মুখে বাসায় এসে নামল। তার শিকারটি হলো একটি পরিয়ায়ী বাদামি কসাই পাখি। সেটিও ছোট পাখি। এই যে টাওয়ারের বাসাটি, সেটা তৈরি করতে এই দম্পতির সময় লেগেছিল ৮ দিন। তারপরে ডিম পেড়েছিল ওটা। তবে প্রায় স্কেট্রেই ৪টি ডিম পাড়ে এরা। ডিমের রং হয় সাদটে-লালচে। তার ওপরে লালচে-বাদামি ছোপ থাকে। ২৫-৩০ দিন তা দেওয়ার পরে

ছানা ফোটে। ছানারা উড়তে শেখে ৪০-৫২ দিনে। তারপরও ছানারা ২০-২৫ দিন মা-বাবার ওপরে নির্ভরশীল থাকে। এদের বাসা বীধার মৌসুম হলো জানুয়ারি-জুন মাস। ঢাকা শহর ও শহরতলি অঞ্চলে নিয়মিত বাসা দেখা যায় এদের। এরা বাসা করে উঁচু টাওয়ার, উঁচুতে অবস্থিত পুরোনো আমলের পানির ট্যাংকির তলদেশে, উঁচু তাল-নারকেলগাছে। দাঁড়কাক-ভুবন চিল-কালো ডানা চিলের পরিত্যক্ত বাসাও ওরা নিজেদের বাসা করে নেয়। কেরানীগঞ্জের প্রাণিবিদ মো. ফয়সল ২০০৯ সালে একটি তুরমতির ছানা পুর্বেছিলেন। ছেড়েই পালতেন। তার বাড়িতে তখন আমি ৫—৬ বার যাই। সুযোগ পেয়ে একদিন ওটা পালিয়ে গিয়েছিল। যেহেতু এটি আমাদের বিরল আবাসিক শিকারি পাখি, সেহেতু সারা দেশেই নজরে কম পড়ে। তবে ঢাকা শহরে আমার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা এই বলে যে, রাজধানী শহরে ওদের খাদ্য সুলভতা দেখা আছে, তেমনি আছে বাসা বানানোর জন্য জুতসই বহু স্থান। এরা সুউচ্চ স্থানে বাসা করতে পছন্দ করে। তাই বহুতল ভবনের ছাদের মোবাইল টাওয়ার, স্টেডিয়াম ও কমলাপুর রেলস্টেশন এলাকার লাইটিং টাওয়ারসহ অন্যান্য স্থান আছে রাজধানী ও আশপাশে। এদের প্রিয় খাদ্যতালিকার আছে আবাবিল-বাতাসি- বাবুই- চড়ুই- ধানটুনি- ভরত- বাদামি কসাই ইত্যাদি ছোট ছোট পাখিসহ গিরগিটি-অঙ্গন-ছোট সাপ ইত্যাদি। প্রয়োজনে চামচিকাও খায়। সন্ধ্যায় যখন ঢাকা শহরেরা অন্ধকার চামচিকারা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে, তখন চামচিকা শিকারের দৃশ্যও দেখা যেতে পারে ছাদে দাঁড়িয়ে। লেখার শুরুতে আমি যে অদৃশ্য বৃত্ত রচনার কথা বলেছি আবাবিলকে ঘিরে, চামচিকার ক্ষেত্রেও শিকারকে এ রকম বৃত্তবন্দী করতে আমি বহুবরই দেখেছি। উল্লেখ্য, ৫৪ পুরানা পল্টনের পাঁচতলাবিশিষ্ট হলদু রঙের ভবনটিতে (বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের ঠিক বিপরীতে) আমার কর্মস্থল ছিল ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১৮ বহর। ওই ২৭ বছরই আমি অফিসের দক্ষিণের প্রশস্ত বারাদাগুলোতে দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে ওই ‘বৃত্তবন্দী’ শিকারের দৃশ্য দেখেছি। এ ক্ষেত্রে শিকার যেন স্থির হয়ে যায় শুনো, তখন শিকার টোঁটে ধরে গিয়ে বসেছে কোনো উঁচু

ওরা। অথবা, বৃত্ত রচনা করায় শব্দতরঙ্গে ব্যাঘাত ঘটে, তাতে বেদিশ হয় চামচিকারা, কিন্তু আবাবিলরা কেন স্থির হয়ে যায়! মুখ দিয়ে কোনো অদৃশ্য বায়বীয় বিবাক্ত কিছু ছুড়ে দেয় শিকারি পাখিটি। নাকি ওরা সম্মোহিত হয়। বিষয়টি আজও আমার কাছে গোলকর্ধা। ২০১৮ সালেও আমি বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে এ রকম দৃশ্য দেখে থাকি। শিকারি এই পাখি শহরের আকাশ পাড়ি দেয় মাস্তানির ভঙ্গিতে। ইচ্ছে করলে লেজ নাড়ায়, পাখা দোলায় অন্য ভঙ্গিতে, ওদের ছায়া দেখলেও পাত্তিযু- চড়ুই- বুলবুলি- আবাবিল-টুনটুনিদের পিলে চমকে যায়। ওরা ভয়াত গলায় বিপৎসংকেত পাঠাতে থাকে আশপাশের পাখিদের। উড্ডন্ত শিকারি চোখ রাখে নিচের দিকে। শিকার মেলে কি না!

সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক জালিয়াতি

গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে ২৮টি ব্যাঙ্কের

২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ

নয়াাদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জলিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে গত কাল। মাদির রাজ্য গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে ২৮টি ব্যাঙ্কের মোট ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে সিবিআই মামলা রুজু করেছে জাহাজ নির্মাণ সংস্থার তিন কর্ণধার ঋষি আগরওয়াল, সস্থানম মুখুস্বামী ও অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এবার কেন্দ্রকে তো প দাগল কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ জমি পাইয়ে দেওয়া হয়ে ছিল। কংগ্রেসের দাবি,



২০১৮ সালেই এবিজি শিপইয়ার্ডের দুর্নীতির বিষয়টি নজরে এনেছিল কংগ্রেস। যদিও সেই কথায় আমল দেয়নি মোদি সরকার। কংগ্রেসের মুখপাত্র বণদীপ সুরজওয়াল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রশ্ন করন, এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে

উল্লেখ্য, গতকাল সিবিআই সুরাট, মুম্বাই, পুণে-সহ এবিজি শিপইয়ার্ডের ১৩টি শাখায় হানা দিয়ে সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে। এর পরেই সংস্থার কর্ণধারদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। সিবিআইয়ের এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৯ সালের ১৮ জানুয়ারিতে সংস্থা আরনেস্ট অ্যান্ড ইয়ং এলপি একটি ফরেনসিক অডিট রিপোর্ট জমা দেয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এপ্রিল ২০১২ থেকে জুলাই ২০১৭, এই সময়পর্বে অভিযুক্তরা যৌথভাবে ব্যাঙ্ক তহবিলের যথোচ্চ অপব্যবহার, বিশ্বাস লঙ্ঘন ও তহবিলের অবৈধ ব্যবহার করেছে। যে উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছিল তা করা হয়নি।”

সাধুর পরামর্শে নিয়োগ ও পদোন্নতি

নয়াাদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন এমডি-সিইও চিত্রা রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অনিয়মের মামলায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সম্প্রতি এই মামলায় ১৯০ পাতার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। তাতেই জানা গিয়েছে, উচ্চপদস্থ কর্তার নিয়োগ থেকে পদোন্নতি, সবটাই হিমালয়ের এক সাধুর কথা মেনে করেছিলেন চিত্রা। ইতিমধ্যে অনিয়মের অভিযোগে চিত্রাকে ও কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এনএসই-র গ্রুপ অপারেটিং অফিসার এবং এমডি-র উপদেষ্টার পদে চিত্রা রামকৃষ্ণ নিয়োগ করেছিলেন আনন্দ সুরক্ষণাণকে। দ্রুত তাঁর পদোন্নতিও হয়। বিরাট পদে সুরক্ষণাণকে নিয়োগ করা হলেও তার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। এর আগে বামার ধরতে বছরে ১৫ লক্ষ টাকারও কম বেতন পেতেন সুরক্ষণাণ। চিত্রার দক্ষিণে রাতারাতি তাঁর

বেতন হয় বছরে ১.৬৮ কোটি টাকা। পরে যা বেড়ে দাঁড়ায় বছরে ৪.২১ কোটি টাকা। সবচেয়ে বড় অংশ, চিত্রা দাবি করেছেন, এই সবটাই তিনি করেছিলেন হিমালয়ের এক সাধু ‘শিরোমণি’র পরামর্শ মেনে। সেবিকে চিত্রা আরও জানিয়েছেন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের আর্থিক ও ব্যবসার গোপন তথ্যও নিয়ে সাধুর সঙ্গে আলোচনা করতেন। এমনকী কর্মীদের কাজের মূল্যায়নও করতেন ‘শিরোমণি’র সঙ্গে কথা বলেই। ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এনএসই-র এমডি-সিইও ছিলেন চিত্রা রামকৃষ্ণ। তাঁর আমলে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। এর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত নামে সেবি। সম্প্রতি সেই রিপোর্টই প্রকাশ করেছে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। তা থেকেই জানা গিয়েছে, গত ২০ বছর ধরে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও কারের বিষয়ে হিমালয়ের ওই সাধুর পরামর্শ মেনেই সব করতেন চিত্রা রামকৃষ্ণ।



হিজাব ইস্যুতে মহারাস্ট্রের থানে শহরে বিক্ষোভ। শ্লোগান উঠলো হিজাব আমাদের অধিকার ও গর্ব।

ইউক্রেনে হামলা শুধু সময়ের অপেক্ষা

মস্কো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ইউক্রেন সীমান্ত বরাবর লক্ষাধিক সেনা সমাবেশে রাশিয়ার। চূড়ান্ত হামলার নীল নকশা প্রস্তুত। এখন প্রশ্ন, হামলা হবে কবে?কেউ বলছেন চিনে শীতকালীন অলিম্পিক্স শেষ হলেই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করবে। আবার অন্য একটি অংশের মত, ১৪ ফেব্রুয়ারি রিক্ত হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি জার্মান চ্যান্সেলের ওলাফ শোলৎজের মস্কো সফর শেষ হলেই বাজবে যুদ্ধের ডঙ্কা। হামলার সময়-কাল নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তা অবশ্য পশ্চিমী বিশ্বের প্রায় সকলেই মনে করছে। ব্যতিক্রম ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রক। তাদের শাস্ত, বীর স্থির ভাব দেখে আরও বিভ্রান্ত আমেরিকা। শনিবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টেলিফোনে কথা বলেন রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। কিন্তু একামতো পৌঁছানো যায়নি। পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ফোনে বাইডেন স্পষ্ট জানিয়েছেন,

রাশিয়া সংঘম না দেখালে ফল হবে তাদের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক। যদিও ক্রেমলিন বরাবরেই মতেই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ফোনালাপকে উৎসাহিত করে। হিসেবেই বর্ণনা করেছে। আমেরিকার ‘হুমকি’কেও পাণ্ডা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না মস্কো। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার আক্রমণ আসবে কোন্ পথ ধরে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধন্দ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাশিয়ার লক্ষাধিক সেনা তিন দিক দিয়ে ইউক্রেনকে ঘিরে ফেলেছে। দক্ষিণে জবরদস্তি করে অধিকৃত ক্রিমিয়া, রাশিয়ার দিকে দুই দেশের সীমান্ত বরাবর এবং উত্তরে বেলারুশের দিক থেকে রাশিয়ার সেনা সমাবেশ সম্পূর্ণ। এই তিন দিকের মধ্যে কোন্ অংশ দিয়ে মস্কো হামলা শুরু করবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। আমেরিকা ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা নিয়ে চরম উত্তেজিত হলেও, সেই উত্তেজনার রেশ নেই কিভা। উস্টে জনগণকে মাথা ঠাণ্ডা রাখার পরামর্শ দিচ্ছে

ইউক্রেন সরকার। কিভের মেয়রের কার্যালয় জানিয়েছে, রাজধানীর ৩০ লক্ষ বাসিন্দাকে জরুরি ভিত্তিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে তারা প্রস্তুত আছে। এখন প্রশ্ন হল, ইউক্রেনে হামলা করতে এত উদগ্রীব কেন পুতিন? আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, মস্কোর আসল আপত্তি পূর্ব ইউরোপে ‘নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো)’ বাহিনীর কর্মকাণ্ড এবং ইউক্রেন নিয়ে তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। পশ্চিমী দেশগুলোর দুনিয়া আসলে রাশিয়া সীমান্তে পশ্চিমী মোতায়েন করে পরোক্ষ রাশিয়ার উপর চাপ বাড়াতে চায়। ওয়াশিংটন রাশিয়ার এই দাবি সরাসরি খারিজ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

আম-চাল-ঘি খাওয়া কি শরীরের জন্য খারাপ?

সুস্থ থাকার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। তবে অনেকেই আছে বাজারচলতি ধারণার উপর ভিত্তি করে অনেক ধরনের খাবার বাদ দিয়ে যান। কিছু খাবার আছে যেগুলো বেশি পরিমাণে খেলে শরীরের ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বল্প ও পরিমিতভাবে খেলে কোনও ক্ষতি হয় না। কেউ কেউ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিয়েই কার্বেইড্রেটে, ফ্যাট, সুগার বাদ দিয়ে দেন। যার ফলে শরীরে খারাপ প্রভাব পড়তেই



পারে। খান পরিমিতভাবে হেলদি ফ্যাট যেমন ঘি, মাখন বাদ দিয়ে যান কিছু স্ব-যোষিত

ডায়েট কনসার্ন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস এটি তাঁদের নিয়ম। যার ফলে রোগের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে

দেবে। আর এইসব হেলদি ফ্যাট বাদ দিয়ে গেলে হার্টের অসুখ বা কোলেস্টেরলের সমস্যাও হতে পারে। আমাদের শরীরের ফ্যাট প্রয়োজন। মস্তিষ্ক, নার্ভাস সিস্টেম সমস্ত কিছু কাজ করতে দরকার পরে ফ্যাটের। শুধু এড়িয়ে চলতে হবে ট্রান্স ফ্যাট, রাস্তার খাবার যা বারবার ভাজা হয়। তিনটি ভ্রান্ত ধারণা খাবার নিয়ে-- মিশ ১: ‘ভাত মোটা করে না, মোটা করে আপনার লোভ’

আপনি যদি প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে ভাত খান, তাহলে আপনি কোলেস্টেরলের কখনোই। আপনি কী খাচ্ছেন, কতটা পরিমাণে খাচ্ছেন তাঁর উপর নির্ভর করবে কারও ওজন বাড় বা কমা। মিশ ২: আম খেলে ডায়াবেটিস হয়! যদিও আম হোক বা কলা কোনও ধরনের মিষ্টি খাবার খেলেই ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আসলে লোভ স্বস্বপ্ন করতে পারলেই হবে। আসল ব্যাপার হল আপনি কতটা

অ্যাক্টিভ আর সেই অনুসারে কতটা পরিমাণে খাবার খাচ্ছেন। মিশ ৩: অনেকেই আবার ভাবেন ঘি খেলে কোলেস্টেরল হয়। এ২ গোরগ্ন ঘি শুধ কোলেস্টেরল হিসেবে কাজ করে। এবং ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন এ, ডি, ই, কে-র জন্য খুব কাজে আসে। তবে ডাক্তার মোহের দুধের ঘি-র থেকে গোরগ্ন দুধের ঘি-র উপরোক্ত গুণগুহ দিয়েছেন।

৫ বছরে তিন গুণ সম্পত্তি বেড়েছে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরাধুণের ধামির সাত গুণ

পানাজি/দেরাদুন, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট হতে চলেছে দুই বিজেপি শাসিত রাজ্য গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডেও। পরীক্ষায় বসছেন দুই ক্ষমতায় থাকা মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়াস্ত এবং পুঙ্কর সিং ধামি। ২০১৭ থেকে ২০২২-এই পাঁচ বছরে দুই মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থীই তাঁদের সম্পত্তি বৃদ্ধির দিক থেকে একে অপরকে টেকা দিয়েছেন, এমনটাই বলছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর-এর প্রতিবেদন। নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করা হলফনামাগুলি মূল্যায়ন করে তারা এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। ২০১৯ সাল থেকে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রমোদ সাওয়াস্ত। এডিআর-এর রিপোর্ট বলছে, গত ৫ বছরে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ৩ গুণ বা ২.৮৫ কোটি টাকা। এডিআর এবং গোয়া ইলেকশন ওয়াচ অসম গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল-সহ বিভিন্ন দল থেকে ফের প্রতিদ্বন্দিতাকারী ৩৭ জন বিধায়কদের দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। এঁদের সম্পদ বেড়েছে ২ শতাংশ থেকে ২৩৬ শতাংশ পর্যন্ত। এডিআর এবং গোয়া ইলেকশন ওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে এই প্রার্থীদের গড় সম্পদ ছিল ১০.২৪ কোটি টাকা। ২০২২ সালে তাদের গড় সম্পদ বেড়ে হয়েছে ১৬.৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ, গত ৫ বছরে এই ৩৭ জনের গড় সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ (৬.৫৩ কোটি টাকা)। ক্ষমতাসীন বিজেপি তাদের ২২ জন বর্তমান বিধায়ককেই প্রার্থী করেছে। তাদের সম্পদের গড় বৃদ্ধি ৫.৭৯ কোটি টাকা। ক্যালাদুট নির্বাচনি এলাকা থেকে বিজেপির প্রার্থী হওয়া বিধায়ক মাইকেল ভিনসেন্ট লোবার সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে সবথেকে বেশি ৩৮.৩৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে, এডিআর এবং উত্তরাখণ্ড ইলেকশন ওয়াচ ৫১ জন বিধায়ক, যারা এবারও উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন, তাদের দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। দেখা যাচ্ছে এই ৫১ জনের সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে ৩ শতাংশ থেকে ৭৪০ শতাংশ পর্যন্ত। কম। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে নির্দল-সহ বিভিন্ন দলের এই ৫১ জন বিধায়কের গড় সম্পদ ছিল ৪.৭২ কোটি টাকা। ২০২২ সালে, তাদের গড় সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ, গত ৫ বছরে পুনঃপ্রতিদ্বন্দিতাকারী এই ৫১ জন বিধায়কের গড় সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে ২.৩৩ কোটি টাকা বা ৪৯ শতাংশ। সম্পদের সর্বাধিক বৃদ্ধির তালিকায় থাকা প্রথম পাঁচজন বিধায়কের মধ্যে চারজনই বিজেপির। উত্তরাখণ্ডে গত ৫ বছরে সবথেকে বেশি সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে সোমেশ্বর নির্বাচনি এলাকা থেকে বিজেপির প্রার্থী হওয়া বিধায়ক রেখা আর্য়ের, ১২.৪২ কোটি টাকা।



পাঞ্জাবের ভোট ইস্যুতে সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাথে আর্থ’র পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত মন।

শিখদের পাগড়ির মতো

হিজাব ইসলাম ধর্মের অঙ্গ

নয় ঃ কেরলের রাজ্যপাল

তিরুঅনন্তপুরম, ১৩ ফেব্রুয়ারি।।

হিজাব বিতর্কে ইন্ধন দিলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। শনিবার একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শিখ ধর্মে পাগড়ির মতো হিজাব ইসলাম ধর্মের অঙ্গ নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি কোরানের উল্লেখ করে বলেন, ধর্মগ্রন্থে সন্ত বাব হিজাবের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এটি মুসলিম মহিলাদের পোশাক রীতির অংশ নয়। কণ্টিকে হিজাব পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বারংবার অশান্ত হয়ে উঠেছে কলেজ ক্যাম্পাস। হিজাবের পাল্টা গেরুয়া ওড়না পরে মাঠে নেমেছে হিন্দু ছাত্রালী সংগঠন। বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারধীন। সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল বলেন, “হিজাব ইসলামের অঙ্গ নয়। কোরানেও হিজাবের উল্লেখ রয়েছে মাত্র সাত বার। এটির সঙ্গে মহিলাদের পোশাক রীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এটি ‘পর্দার’ সঙ্গে সম্পর্কিত। যার আওতায় পর্দা কখনো কখনো বলা হয়। এটি ‘পর্দার’ সঙ্গে ‘পর্দা’ থাকা উচিত।” প্রসঙ্গত হিজাব বিতর্কে উঠে এসেছে শিখদের

পরাধ পক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হচ্ছে শিখদের যদি পাগড়ি পরে কলেজে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়, তবে কেন মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এই বিষয়টির উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, “হিজাব পরে কলেজে বার হিজাবের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হিজাব ইসলাম ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু হিজাব ইসলাম ধর্মের অত্যাাবশ্যকীয় অঙ্গ নয়।” রাজ্যপালের মতে, পুরো বিতর্কটি মুসলিম নারীদের অধগতিতে নৈহিত্যে পরিণত করার ষড়যন্ত্র। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি বলেন, “একটি অল্পবয়সি মেয়ে নবীর গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিল। সে নবীর স্ত্রীর ভাইবো। সে অসাধারণ সুন্দরী ছিল। এক দিন সে বলল, আমি চাই মানুষ আমার সৌন্দর্য দেখুক। আমার সৌন্দর্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখুক এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক। ইসলামের প্রথম প্রজন্মের নারীরা এই ভাবেই আচরণ করত।”

খেললো লালবাহাদুর, জিতলো এগিয়ে চল সংঘ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জয় পেলো এগিয়ে চল সংঘ। যদিও গোটা ম্যাচে অনেক লাপট ছিল লালবাহাদুরের। শুধুমাত্র শেষ লগ্নে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাজিমাতে করলো এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ বল দখল এবং মাঝমাঠের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল লালবাহাদুর। তাদের ডিফেন্ডাররাও গোটা ম্যাচে অসাধারণ খেলেছে। বলা যায়, চলতি সিনিয়র লিগ ফুটবলে এদিনই সেরা খেলা খেললো লালবাহাদুর।

দুর্ভাগ্য, তারপরও জিততে পারলো না লালবাহাদুর। অবশ্য দুইটি সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াইয়ে এরকম ঘটনা বিরল নয়। গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে একটা দল আর বাজিমাতে করেছে অন্য দল। এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এরকমই একটি ম্যাচে পরাস্ত হলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। যদিও পরাজয় তাদের প্রাপ্য ছিল না। ম্যাচটা ড্র হলেই সঠিক কাজ হতো। এগিয়ে চল সংঘের বিদেশি ফুটবলার অ্যারিস্টাইড-কে এদিন

আগাগোড়া বোতলবন্দি করে রাখলো লালবাহাদুরের ফুটবলাররা। অ্যারিস্টাইড এদিন ফ্লপ। ফলে এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণেও কোন ছন্দ ছিল না। কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাজোর অন্যতম সেরা ফুটবলার রাজীব সাধন জমাতিয়া-কে প্রথম একাদশে রাখেননি দলের কোচ। দল ছন্দে নেই। অ্যারিস্টাইড সহ অনারা বার বার লালবাহাদুরের কংক্রিট ডিফেন্সে আটকে যাচ্ছে। এই সময় দরকার ছিল একজন সুক্ষ্মশীল ফুটবলারের। তারপরও এগিয়ে চল

সংঘের কোচ রাজীব-কে মাঠে নামানোর প্রয়োজনীয়তাবাধে করেননি। কপাল ভালো বলতে হবে। তাই আগাগোড়া কোণঠাসা থেকেও শেষ পর্যন্ত পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে এগিয়ে চল সংঘ। সিনিয়র ফুটবলের সুপার লিগে এদিন ছিল দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব জয় পেয়েছে। ফলে এদিন লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ দুইটি দলের কাছেই পুরো পয়েন্ট তুলে নেওয়া জরুরি ছিল। সেই লক্ষ্যেই খেলতে নামে দুইটি দল। ম্যাচের ৫ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় এগিয়ে চল সংঘ। কাগালি অনল-র ফ্রি কিক থেকে সনম লেপচা হেডে বল বাড়িয়ে দেয় অ্যারিস্টাইড-র কাছে। পা জেঁয়ালেই গোল। এই অবস্থায় বার্থ হয় অ্যারিস্টাইড। দুইটি দলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা বার বার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে পৌঁছে গেছে। কিন্তু দুইটি দলের রক্ষণভাগ এদিন ছিল অনবদ্য। প্রতিপক্ষ স্টাইলকারদের কোন জায়গাই দেখনি। ফলে সেই অর্থে সেরকম সুযোগ তৈরি হয়নি। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে লালবাহাদুরের সামনেও একটা সুযোগ এসেছিল। রোনোল সিং-র কাছ থেকে বল পায় কিমা। তবে গোল করতে ব্যর্থ হয়। বল খালে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

কুশল স্মৃতি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন বাংলা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ১৮-তম কুশল স্মৃতি টেনিসে দাপট দেখালো বাংলা। রবিবার মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে আসরের চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের ডাবলসে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিজোরামকে হারিয়ে। মিক্সড ডাবলসে কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে সেরা হয়েছে বাংলা। পুরুষদের সিঙ্গেলসে বাংলার অভিনাও বড়ভাস্কর বিজয়ী হয়েছে। ফাইনালে সে হারিয়েছে নিজের রাজ্যের শিবম খামা-কে। ম্যাচের পর হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-র আইজি এস কে নাথ, বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুদর্শন ঘোষ, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জিত রায়, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর দেবপ্রিয় দাস, সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী, যুগ্মসচিব অরুণ রতন সাহা, তড়িৎ রায় সহ অন্যান্যরা। গত শুক্রবার থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ডিনারজা থেকে সাতটি দল এখানে খেলতে আসে। সবমিলিয়ে একটি জমজমাট টেনিসের লড়াই উপভোগ করলো রাজ্যের টেনিসপ্রেমীরা।

বিআরএস ইউনিটি কাপের উদ্‌বোধন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবার কুমারীটিলার বেসিক ট্রেনিং

ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বর্ণালী সংঘ, রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং শৈব সংঘ এই তিনটি ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। উদ্‌বোধনের পর শৈব সংঘ বনাম সানডে একাদশের উদ্‌বোধনী ম্যাচ প্রত্যক্ষ করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। শুধু উদ্‌বোধনই নয়, ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়েন তিনি। বেশ কিছু নান্দনিক শট নিতে দেখা গেলো তাকে। ড্রাইভ, পুল বেশ সাবলীলভাবেই মারলেন। পাশাপাশি রক্ষণও বেশ জমার্ট। অর্থাৎ বোঝা গেলো, এক সময় তিনি ক্রিকেটটা ভালোই খেলতেন।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

এক ঘণ্টার প্রস্তুতিতেই আইপিএল নিলামে কামাল করলেন মুশকিল আসান চারু

ব্যাঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মান রক্ষা কর লেন চারু শর্মা। শনিবার আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আইপিএল নিলাম সঞ্চালনার কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। চারুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আগের সঞ্চালক হিট এডমিডেসও। এবারের নিলাম প্রক্রিয়ার সঙ্গে আগে থেকে যুক্ত ছিলেন না চারু। কিন্তু নিলাম সঞ্চালক এডমিডেস অসুস্থ হওয়ার পর বোর্ডের প্রস্তাব পেয়ে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে চারু পৌঁছে যান হোটেলো। বোর্ডের

সংশ্লিষ্ট কর্তাদের থেকে এক ঘণ্টায় নিলামের সমস্ত নিয়ম, নিলাম কোন পর্যায় রয়েছে সব কিছু বুঝে নেন এবং নিলাম সঞ্চালনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান চারু। এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। সাবলীল ভাবে শেষ করেন নিলাম পর্ব।এডমিডেস অসুস্থ হওয়ার পর থেকে চারু দায়িত্ব নেওয়ার আগে পর্যন্ত টেনশনে ছিলেন বোর্ড কর্তারা। বিশ্বের সব খেকে দামি ক্রিকেট লিগের নিলাম পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সেই সময়ের পরিস্থিতি টুটুট করে জানিয়েছেন

অজিথ রামামূর্তি। কঠিন পরিস্থিতিতে সফল ভাবে দায়িত্ব পালন করায় চারুকে টুইটে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রামামূর্তি। আইপিএল-এর নিলাম চলার সময় শনিবার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সঞ্চালক এডমিডেস। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার ওয়াশিংটন হাসরঙ্গাকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিওলি দর হাঁকার সময় হঠাৎই সংজ্ঞা হারান তিনি। তড়িঘড়ে নিলাম স্থগিত করে দেয় দিসিসিআই। এডমিডেসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। নিলাম

●এরপর দুইয়ের পাভায়

কমল কাপ জয়ী দলকে নিয়ে র্যালি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আগরতলার আমতলি মাঠে অনুষ্ঠিত কমল কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম যুবরাজ। এই জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে রবিবার সকাল নয়টায় কৃষ্ণপুর বাজার থেকে গাড়ি এবং বাইক নিয়ে এক র্যালি বের হয়। যুবরাজনগরের একটি থাম্য পরিবেশে ২ হাজার বাইক নিয়ে র্যালি করা পরিক্রমা করে এই র্যালি। রাস্তার দুই পাশে এই র্যালি দেখার জন্য ছিল রীতিমত জনচল। এই র্যালিতে রাজ্য মেডিক্যাল প্রভারি ডাঃ তমোজিৎ নাথ, উত্তর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি জয়দীপ শর্মা, বাগবাসা মন্ডলের সভাপতি সূদীপ দেব, রাজা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রূপক দেবনাথ সহ বিভিন্ন স্তরের শাসক দলীয় পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটিপতি জুনিয়র টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা

ব্যাঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। আইপিএল ২০২২ নিলামের দ্বিতীয় দিনেও অনেক অখ্যাত প্লেয়ার রাতারাতি হয়ে গেলেন কোটি পতি। যে তালিকায় রয়েছে দেশি-বিদেশি একাধিক ক্রিকেটার। বিশেষ করে এবার অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় তরুণ ভূক্তারা আইপিএল নিলামে কতটা টাকার বাড় তুলতে পারে সেদিকে নজর ছিল সকলেরই। বিশেষ করে ২০২২ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে অনবদ্য পারফর্ম করা অধিনায়ক যশ ধূল, রাজ বাওয়া, রাজবর্ধন হাসরংগেকর, রবি কুমাররা। আইপিএল মেগা নিলামে প্রত্যাশামতই তাদের পেতে ঝাঁপাল একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। একদিকে যেমন রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেলেন রাজ অদ্দ বাওয়া ও রাজবর্ধন হাসরংগেকর। অপরদিকে কোটিপতি না হলেও প্রথম আইপিএল নিলামে এসেই দল পেয়ে গেলেন অনূর্ধ্ব ১৯ অধিনায়ক যশ ধূল।রবিবার আইপিএল নিলামের দ্বিতীয় দিনে রাজ অদ্দ বাওয়াকে ২ কোটি টাকায় দলে নিল পঞ্জাব কিংস। রাজ যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে। নিলামে ২০ লক্ষ টাকার বেশ প্রাইজ থাকা রাজকে নিতে এদিন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রীতির দল রাজকে তুলে নেয়। অলরাউন্ডার রাজ যুব বিশ্বকাপে ১০ ম্যাচ মিলিয়ে ২৫২ রান করেন। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী আরেক অলরাউন্ডার রাজবর্ধন হাসরংগেকরও কোটিপতি হয়ে গেলেন নিলামে। ১৯ বছরের মহারাষ্ট্রের ক্রিকেটার ১৪০-এর ওপর ধারাবাহিকভাবে বল করতে পারেন। তাঁর গতিতে মোহিত হয়েছিল বাইশ গজ। পাশাপাশি রাজবর্ধন ব্যাট হাতেও পারেন কামাল দেখাতে। হাতে আছে বড়শি। চমোই সুপার কিংস সাধারণ তিরিশের কোটায় থাকা ক্রিকেটারদেরই নিয়ে দল সাজায়। এবার সেই ট্রেন্ড ভেঙে তারা রাজবর্ধনকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দলে নিল। আইপিএল নিলামে দল পেয়ে খুশি দুই অলরাউন্ডার। এবার ভারতীয় কোটিপতি লিগের মঞ্চেও নিজেদের জাত চেনাতে মরিয়া তারা। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে দলকে চাম্পিয়ন করলেও কোটিপতি হতে পারলেন না যশ ধূল। তবে আইপিএল নিলামে দল পেয়ে গেলেন মিডল অডার বাটসম্যান। অবশ্য লাখপতি হয়েছেন ধূল। ৫০ লক্ষ টাকায় যশ ধূলকে দলে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। ৪ বছর ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক পণ্ডিত্ব শ-কেও আইপিএল নিলামে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। বর্তমানে তিনি দিল্লি দলের তারকা বাটসমান। খেলেছেন সিনিয়র টিম ইন্ডিয়া। এবার আগুও এক অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ককে উত্তর ভারতীয় দল রাজা ক্রিকেটে দশ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে। প্রথম এগারোয় জায়গা পেলে নিজের সেরাটা দেখওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন যশ ধূল। এবার সিনিয়র ভারতীয় দলে জায়গা করাই তার লক্ষ্য।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

ক্রিকেটার ক্রয়-বিক্রয় পর্বে উধাও গুণমান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দুই দিনব্যাপী আইপিএল-র নিলাম পর্ব সমাপ্ত হলো ব্যাঙ্গালুরুতে। ত্রিপুরার মাত্র একজন ক্রিকেটার এই নিলাম পর্বে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছিল। জাতীয় আসরে অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল দিয়েছিল এই প্রতিভাবান অমিত আলি। নিলামে অবিক্রিত থেকে গেলো এই লেগস্পিননার। ত্রিপুরা থেকে এবার আইপিএল খেলবে অমিত এমন একটা প্রত্যাশা ছিল। আপাতত সেই প্রত্যাশা পূরণ হলো না। তবে আইপিএল শুরু হতে এখনও দেরি আছে। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কয়েকটি কোটা বাকি থাকে। শেষ পর্যন্ত অমিত-র ভাগ্যে কি হয় তা সময়ই বলবে। তবে রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চিত এবার না হলেও অমিত আলি-র জন্য অনেক নিলামে জেলা হয়। ২৫৭ নম্বর ক্রিকেটার হিসাবে নিলামে উঠে। তার বেস প্রাইস ছিল ২০ লক্ষ টাকা। যদিও ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির কেউই আগ্রহ দেখায়নি। তবে এমন অনেক ক্রিকেটারই দল পেয়েছে যারা কোন রাজ্যের কিংবা ক্রিকেটার হিসাবে তাদের কি পরিচিতি

তা গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষই জানে না। এদের তুলনায় অমিত আলি জাতীয় ক্ষেত্রে অনেক পরিচিত। স্বভাবতই এই ক্রিকেটার ক্রয়-বিক্রয় পর্বে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ বাড়ছে বলে অভিযোগ ক্রিকেট মহলের। চমোই সুপার কিংস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রয়েলস চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালুরু-র মতো কয়েকটি দল ছাড়া অন্য দলগুলি খেতাবের জন্য মোটেই লালায়িত নয়। আইপিএল তাদের কাছে শুধুমাত্র ব্যবসা। শিল্পপতিরা লাভের জন্যই ক্রিকেটে বিনিয়োগ করেছে। আর বর্তমান সময়ে বিনিয়োগ থেকে লাভ আনতে হলে সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব দরকার। সুতরাং ক্রিকেটার ক্রয়-বিক্রয়ে এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। চেতন সাকারিয়া নামের এক ক্রিকেটারকে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। অদ্যদিকে, আজিঙ্ক রাহান-র মতো ক্রিকেটার পাবে মাত্র ১ কোটি টাকা। চেতেশ্বর পূজারা-র মতো ক্রিকেটারকে কোন দল কিনেনি। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আইপিএল নিলাম পর্বে ঘটে চলেছে। খুব স্বচ্ছতার সাথে পুরো বিষয়টা পরিচালিত হয় এটা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না। তবে অমিত আলি-র হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সবে মাত্র ১৯ বছর বয়স। এখনও অচেন সময় পড়ে আছে।

একদিন অবশ্যই আইপিএল-র মঞ্চ মাতাবে অমিত।

প্রদীপ মালাকার-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : সন্ধ্যা প্রয়াত প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর্থলিট তথা প্রখ্যাত কোচ প্রদীপ মালাকার-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। এদিন সকাল ১১টায় এনএসআরসিসি-তে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি স্বপন সাহা। সভার শুরুতে প্রদীপ মালাকার-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জি প্রদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রথমে ভার্চুয়াল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নেন প্রয়াত প্রদীপ মালাকার-র কোচ হীরালাল দাস। এরপর সভায় উপস্থিত ব্যক্তিতরা প্রদীপ মালাকার-র কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের



সহ-সভাপতি শংকর লাল ভট্টাচার্য, তপন ভট্টাচার্য, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার প্রদীপ মালাকার-র কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বিপ্লব দত্ত,

নিখিল সাহা, অণু রায়, প্রণব অখণ্ড, রাজেশ মজুমদার, কামাল হোসেন, অমিয় কুমার দাস সহ অন্যান্যরা। সভার শেষে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রয়াত প্রদীপ মালাকার-র পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

উত্তেজক ম্যাচ দেখে খুশি দর্শকরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম এগিয়ে চল সংঘের জমজমাট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো। দর্শকরা খুশি। উপস্থিত অনারাও এই উপভোগ লড়াইয়ে সন্তুষ্ট। এগিয়ে চল সংঘ নামামাত্র গোল জিততেও। কিন্তু জিততে পারতো লালবাহাদুরও। ফুটবল দেবতা এদিন তাদের সাথে ছিল না। সম্ভবত বৃহৎপতি তুঙ্গে ছিল এগিয়ে চল সংঘের। তাই অতি সাধারণ লড়াইয়ে সন্তুষ্ট। এগিয়ে চল সংঘের উপর দাপট দেখিয়েছে। দুর্ভাগ্য, তারপরও হারতে হলো। সুনব সুত্থধর-র ফ্রি কিক যখন এগিয়ে চল সংঘের ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে তখনই নাকি তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, দিল্টা তাদের নয়। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। পরাজয়ের জন্য হতাশা তো রয়েছেই পাশাপাশি

দলের দুইটি পরিবর্তন নিয়েও একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কোচ জানিয়েছেন, বাইরে থেকে চাপ এসেছিল এই দুই ফুটবলারকে তুলে নিতে। তাই আমাকেও তুলে নিতে হয়েছে। গোটা মাঠ দেখেছে এই দুই ফুটবলারকে তুলে নেওয়ার পরই লালবাহাদুর কিছুটা ছন্দহীন হয়ে পড়ে। এই সুযোগ নেয় এগিয়ে চল সংঘ। এতদ্বারা এই বিষয়টা আরও একবার সামনে এলো শহরের ক্লাবগুলিতে একজন কোচ থাকলেও আসলে ক্লাবের সবাই একেকজন মরিনহো, ম্যানচিনি, জুরগেন ক্লপ। এগিয়ে চল সংঘের কোচ সঞ্জিত হালদার আবার একটু অন্যরকম। রাজ্যের অন্যতম সেরা ফুটবলার রাজীব সাধন জমাতিয়া-কে মাঠের বাইরে রেখে প্রথম একাদশ গড়ার সাহস রাখেন। আগের ম্যাচে রাজীব-র নাকি চোট ছিল। তাই তাকে নাকি দলে রাখা হয়নি। আর এদিন যুক্তি দিলেন রাজীব-র গতি নাকি কমে গিয়েছে। ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন,

●এরপর দুইয়ের পাভায়

ক্লাব, মহকুমাগুলির মধ্যে তীব্র ক্ষোভ

টিসিএ কেন এবং কাদের জন্য তা ভুলে গেছে বর্তমান কমিটি

চার বছরে খেলাধুলাহীন করে দেওয়া হয়েছে ক্রীড়া পর্ষদকেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : এবাজে নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই ফুটবল ছাড়া অনাসব ইভেন্টে বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যভিত্তিক খেলা শুরু হয়ে যায়। তবে করোনায় ধাক্কায় গত দুই বছর ধরেই সময় মতো কোন কিছুই হচ্ছে না। তবে ২০২০ সালে করোনার কারণে খেলাধুলা নিয়ে বিধি-নিষেধ থাকলেও ২০২১ সালে ততটা বিধি-নিষেধ ছিল না। এরাভে ১ আগস্ট থেকেই অবশ্য সরকারিভাবে খেলাধুলার অনুমতি ছিল। এখন তো তেমন কোন বিধি-নিষেধ নেই। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখন লক্ষ লক্ষ টাকার বারজেট টেনিস ক্রিকেট যেমন হচ্ছে তেমনি আগরতলায় টিএফএ-র ক্লাব

ফুটবল। যদিও টিসিএ-র ঘরোয়া ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ। তবে ঘটনা হচ্ছে, এরাভে টেনিস ক্রিকেট এবং টিএফএ-র ক্লাব ফুটবল ছাড়া অন্য ইভেন্টে খেলাধুলা কিন্তু বন্ধ। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক খেলা যেমন জেলাভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক মিটও। বাম আমলেও দেখা গেছে যে, ডিসেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ইভেন্টে মহকুমা, জেলা ও রাজ্য ক্রীড়া আসর চুটিয়ে হয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্য আসর শেষ করার একটা অলিখিত নির্দেশ থাকতো রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ থেকেও। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, প্রথমে মানিক সাহা এবং বর্তমান সময়ে অমিত রক্ষিত-র নেতৃত্বে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্যে স্বশাসিত

ক্রীড়া সংস্থাগুলির বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যভিত্তিক আসরের আয়োজনে। অর্থাৎ সোজা বাংলায় রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর হাঁট ভেঙে পড়ছে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। গত প্রায় চার বছরে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ নিজেরা হাতে-গোনা কিছু ইভেন্টে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া এবং একবার খেলোা ইন্ডিয়া ছাড়া কোন রাজ্যস্তরের খেলাধুলার আয়োজন করতে পারেনি। অর্থাৎ ক্রীড়া পর্ষদই খেলাধুলাহীন। এতদিন (বাম আমল পর্যন্ত) রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের আর্থিক সাহায্যে এরাভে বিভিন্ন ইভেন্টে জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক খেলা হতো। বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা যারা ক্রীড়া পর্ষদের অনুমোদিত তারা জেলা ও রাজ্য আসরের জন্য সরকারি অনুদান পেতো। এই টাকায়

জেলা ও রাজ্য আসর হতো। কিন্তু মানিক সাহা এবং অমিত রক্ষিত-রা নাকি এক প্রকার সরকারি অনুদান দেওয়ার বিষয়টি তুলেই দিয়েছে। মাঝে মধ্যে কোন কোন অ্যাসোসিয়েশন সরকারি অনুদান পেলেও তা নাকি একটা মহকুমা মিটের খরচের চেয়ে কম। অভিযোগ, গত বছর নাকি কোন কোন স্বশাসিত ক্রীড়া সংথাকে বলা হয়েছিল জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক আসর করার পর খরচের বিল ক্রীড়া পর্ষদে জমা দিতে। দেখা গেছে, এক লক্ষ টাকা খরচ করে ক্রীড়া পর্ষদে বিল দিলে নাকি প্রাপ্তি ২৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকার ঋণ ওই রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার কাছে। গত বছরের

●এরপর দুইয়ের পাভায়

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা” **BAPPIRAJ FURNITURE** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

৯ Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

৯ 9436940366

স্পাই অরুণ, প্রতিবাদী’র খবরের সত্যতা খুঁজে পেলো পুলিশকর্তা



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানের খবর আগে পৌঁছে যায় নেশা কারবারীদের কাছে। এতো কিছু পরও পুলিশ সফল হতে পারেননি। আগ্রাণ চেষ্টা করে রবিবার খানিকটা হলেও সফল হতে পেরেছে এমজি বাজার পুলিশ টিম। আর তার পেছনেই অনুসন্ধান করে পুলিশ কর্তারা আসল কারণ বের করতে পেরেছেন। যে খবর অনেক আগেই প্রতিবাদী কলাম বলে দিয়েছিল পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানের আগাম খবর পৌঁছে দিচ্ছে অরুণ। পুলিশের মধ্যেই যে বিভীষণ সেই বিষয়টিও অনেক



আগেই এই পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। অবশেষে রবিবার বিষয়টির সত্যতা খুঁজে পেয়েছে পুলিশ কর্তারা। খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নিতে চলেছে জেলা পুলিশ। জানা গেছে, এমজি বাজার পুলিশ টিম এদিন নেশা সামগ্রী মজুত করার

খবর পেয়ে প্রতাপগড় এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। যদিও অভিযান চালানোর আগেই কারবারীদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। পুলিশের একাংশ অতি তৎপর হয়ে সেখানে পৌঁছে দু’জন নেশা কারবারি-সহ বিপুল পরিমাণ

নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। সুমন সাহা ও সজল দাস নামের দুই নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এই অভিযান দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে। পুলিশের অভিযানকে সমর্থন জানিয়ে শাসকদলের লোকজন জানিয়েছে, এই এলাকায় গত কয়েক মাস ধরেই নেশা সামগ্রী বিক্রি হয়ে আসছে। এর একটা বিহিত করার দাবিও জানিয়েছে এলাকাবাসী। বিজেপির কার্যকর্তাদের দাবি, সেখানে পুলিশ যদি নিয়মিত অভিযান চালায় তাহলে নেশা কারবারীদের কোণঠাসা করা সম্ভব হবে। এদিন

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

রাজনৈতিক বাধার কারণে ৬ হাজার মানুষের পেটে লাথি



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। কম করে ৬ হাজার মানুষের রণজি-রগটিতে আঘাত এসেছে রাজনৈতিক কারণে। বেশ কিছুদিন ধরে এডিসি এলাকায় ওএনজিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্থা কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এবার সরাসরি সেই বাধাদানকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় ও তুলে ধরেছেন স্থানীয় নাগরিকরা। তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি এলাকার নাগরিকদের অভিযোগ, ত্রিপুরা মথার লোকজন কাজে বাধা দিচ্ছে। যে কারণে কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে ওই এলাকায়। এমনকী কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আটকে রেখে দিয়েছে সেই রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মাফিয়ারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মোট ৫টি সংস্থার কাজ এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে। প্রতিটি সংস্থার সাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার শ্রমিক। কম করে দুই হাজার শ্রমিকের পরিবার এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬ হাজার মানুষের পেটে আঘাত এসেছে রাজনৈতিক কারণে। তেলিয়ামুড়ার দুকি, মালাকতই, দুর্গাবন, দোখাইজামাদার, হাকিমপাড়া-সহ কল্যাণপুরের বড়

ময়দান এলাকায় ওএনজিসি’র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কুপ খননের কাজ শুরু করেছিল। দুই বছরের সময় নিয়ে এই কাজ শুরু হয়। কিন্তু দুই মাস কাজ করার পরই বিভিন্ন মহল থেকে তাদের উপর চাপ আসে কাজ বন্ধ করতে। যে কারণে ভয়ে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। কোম্পানির লোকজনও এই ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের কথা অনুযায়ী হুমকিদাতারা বিভিন্ন

JOB VACANCY
একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর আগরতলা সহ ত্রিপুরার মধ্যে অন্যান্য (আমাবাসা, উদয়পুর) শাখা অফিসে কাজ করার জন্য 36 জন তরুণ/তরুণী জাতি/উপজাতি আবশ্যিক। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক - থ্যাঙ্কসেট। বয়স 18-25 বৎসর। মাসিক বেতন : 5000-10,000 (নিম্ন পদে)। 12000-18,000 টাকা (উচ্চ পদে)।
অভিসন্দর্ভ যোগাযোগ করুন:-
৯৭৭৩৩৫৬০৪ (C)
৯৮৬২১০৮১৫৫ (W)

Happy Valentines Day

INDIAN CAKES & NUTS
AGARTALA

বাড়িতে বসেই মনের পছন্দমতো কেক তৈরি করার জন্য আজই Android Playstore থেকে ডাউনলোড করুন “INDIAN CAKES AND NUTS” App এবং কম্পিউটার থেকে বলুন indiancakesandnuts.com Home Delivery Available.
কেক-এর কাজ শিখে নিজেকে বিনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
Franchise Opportunity Open.
Call : 7005503316

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 878726182

পেটের সমস্যা ও পায়খানা পরিষ্কার রাখার জন্য সেবন করুন।
L- Rex Powder
MRP : 110/-

স্বর্ণালঙ্কার চুরিকাণ্ডে

গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বিলোনিয়া বনকর এলাকায় বাসতি চক্রবর্তীর ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে পুলিশ সন্দেহভাজন ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিলোনিয়া থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদে ৪ জনের মধ্যে এক যুবক স্বীকার করে নেয় সে ওই ঘটনার সাথে জড়িত। অভিযুক্ত যুবকের নাম সায়ন দেবনাথ। শান্তিরবাজারে তার বাড়ি। ঘটনার মূল অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার সায়ন দেবনাথকে আদালতে পেশ করা হবে। গত কিছুদিন আগে বাসতি চক্রবর্তীর ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময় পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করা হয়। জানা গেছে, সায়নের পার্শ্বের ঘরেই থাকেন ওই ভাড়াটিয়া। ঘটনার দিন তারা কেউই ঘরে ছিলেন না। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে সায়ন দেবনাথ স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

জায়গা বিক্রয়

মোহনপুর এসডিএম অফিস সংলগ্ন মূল সড়কের পাশে এক কানি সমতল টিলা জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ—
97748101871

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গুণ্ডান, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবাদা, মৃতকরণ, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান।
স্পেশালিস্ট : বশীকরণ, মৃতকরণী এবং কালাজাদু

নাবা আমিল সুফি
Contact 9667700474

পাইলস, ফিস্টুলা ক্লিনিক

বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক ক্ষারসূত্র পদ্ধতি চিকিৎসালয়

STOP BLEEDING, PAIN, ITCHING, SWELLING, SPREADING, CURES COMPLETELY

ডাঃ স্বরূপ মজুমদার
এম.এস (আয়ু)
অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হাসপাতাল।
03813564210 / 8119907265 / 8119853440
মেডিস্ক্যান ডায়গনোস্টিক
৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

ব্যাঙ্গ এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান।
সমস্যা ১০০ শতাংশে অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান
যেমন চাকুরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিরা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।
যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাজে কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।
মোবাইল : ৮৭৯৮১৪৫০৮ / ৮৭৯৮১৪৫০৭
ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

২৪ লক্ষ টাকা-সহ আটক গাড়ি চালক



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রুটিন তল্লাশির সময় শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি ড্রপগেট এলাকায় পুলিশ বাহিনী একটি মার্কিট গাড়ি আটক করে। সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নগদ ২৪ লক্ষ টাকা। পুলিশের কথা অনুযায়ী গাড়ি তে কেবলমাত্র চালকই ছিলেন। প্রাণেশ ভৌমিক নামে ওই গাড়ি চালক দাবি করেন, আগরতলা থেকে রাবার বিক্রি করে তিনি ২৪ লক্ষ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। তার বাড়ি সান্ত্রমের মনুবাজার থানা এলাকায়। প্রাণেশ ভৌমিক আরও জানান, তাদের রাবার ব্যবসার দোকান আছে। সন্দেহভাজন ওই

ব্যক্তিকে টাকা সমেত পতিছড়ি ড্রপগেট থেকে শান্তিরবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিকে,

শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাটি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারকে অবগত করেন। তাদের নির্দেশ মোতাবেক শান্তিরবাজার থানার পুলিশ টাকা সমেত প্রাণেশ ভৌমিককে পরবর্তী সময় আয়কর দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন। এক সাথে ২৪ লক্ষ টাকা নিয়ে আসার বিষয়টি পুলিশের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। সন্দেহের আরও কারণ প্রাণেশ ভৌমিক রাবার বিক্রির কোন বৈধ নথিপত্র পুলিশকে দেখাতে পারেননি। সেই কারণে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

শুভ প্রথম বিবাহ বার্ষিকী

Happy Anniversary

শ্রীতম এবং রোজা

শুভ কামনাম দীপ জ্বালা

চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ

যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাজে কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
যোগাযোগ করুন।

সময় : সকাল ৯.০০ - ১২.০০ টা

বিকাল : ৩.০০ - ৬.০০টা

Contact : 9862218230 / 8131076904

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radhak Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM
Email: newradhank@gmail.com

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!

UP TO 40% OFF

FLAT 10% OFF + 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS

Nilkamal®
FURNITURE IDEAS